আধ্যাত্মিক মাতা

১থিষলনীকীয় ২ অধ্যায় ৭-৯ পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে থিষলনীকীতে সুসমাচারের প্রচার ও প্রসারকে প্রতিহত করতে পৌলের বিপক্ষরা পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মিথাপ্রচার করেছিল, পৌল তাদের প্রত্যেকটিকে খণ্ডন করেছে। তারা পৌল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এই কুৎসা রটিয়েছিল যে, তাদের প্রচার ভ্রান্ত, অশুচিতামূলক, ও ছলযুক্ত। পৌল তাদের এই মিথ্যা প্রচারকে খণ্ডন করে বলেছে, না তারা ভ্রান্ত নয়, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর তাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার অর্পণ করেছেন; তারা অশুচি আচরণে দুষ্ট নয়, কারণ ঈশ্বর তাদের পরীক্ষাসিদ্ধ করেছেন; এবং তারা ছলনার আশ্রয় নেয়নি, কারণ তারা মানুষকে নয় কিন্তু ঈশ্বরকেই সন্তুষ্ট করেছে।

এইভাবে, থিষলনীকীতে তাদের প্রচার কাজকে **নেতিবাচক অর্থে** (*তারা সেখানে কীভাবে কাজ করেনি*) বর্ণনা করার পর, ৭ থেকে ১২ পদে পৌল **ইতিবাচক অর্থে** (*তারা কীভাবে সেখানে কাজ করেছে*) তাদের কাজকে স্মরণ করেছে। তার বিষয় থিষলনীকী মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যে ভালোকরেই ওয়াকিবহাল আছে, তার কথা ২:১ পদে পৌল পূর্বেই উল্লেখ করেছে ***("তোমরা নিজেরাই জানো")।*** থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের মধ্যে তার প্রচার কাজকে ইতিবাচক অর্থে প্রকাশ করতে গিয়ে, পৌল আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে তার কাজকে প্রথমে ৭-৯ পদে **স্তন্যদাত্রী মায়ের সঙ্গে** এবং ১০-১২ পদে **পিতার সঙ্গে** তুলনা করেছে। আজ আমরা স্তন্যদাত্রী মাতার ন্যায় আধ্যাত্মিক নেতার জীবনকে দেখব।

থিষলনীকীতে তাদের কাজকে ইতিবাচক অর্থে বর্ণনা করতে গিয়ে ৭ পদে পৌল বলেছে, ***"কিন্তু যেমন স্তন্যদাত্রী নিজের সন্তানদের লালন পালন করে, তেমনই তোমাদের মধ্যে কোমলভাব দেখিয়েছিলাম।"*** অর্থাৎ, পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচারের সময় সেখানকার বিশ্বাসীদের প্রতি **মায়ের ন্যায় কোমলভাব** দেখিয়েছিল। ৭ পদ শুরু হয়েছে ***"কিন্তু"*** শব্দ দিয়ে, এবং তার দ্বারা এর আগে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, তার বিপরীত বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। ৬ পদের শেষাংশে পৌল উল্লেখ করেছিল যে, অন্যান্য ভ্রাম্যমান শিক্ষকদের ন্যায় পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসীদের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করেনি, তাই তারা তাদের ভারস্বরূপ হয়নি। যদিও খ্রীস্টের প্রেরিত হিসাবে পৌল ও সীল তা দাবি করতে পারত: ***যদিও খ্রীস্টের প্রেরিত বলে আমরা ভারস্বরূপ হলেও হতে পারতাম।*** কেবল এখানে নয়, কিন্তু ২থিষ. ৩:৮; ২করি. ১১:৯; ১২:১৬ পদেও পৌল নিজের বিষয় একথা বলেছে। এর দ্বারা পৌল স্পষ্ট করে একথা বলতে চেয়েছে যে, তারা তাদের স্বার্থ বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে বা অর্থ উপার্জন করতে সুসমাচার প্রচারকে একটি পন্থা হিসাবে ব্যবহার করেনি। ***কিন্তু*** এর বিপরীতে, তারা সেখানে সুসমাচার প্রচার করেছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে, যেমন স্তন্যদাত্রী মা তার সন্তানদের প্রতি করে থাকে।

অর্থাৎ, অন্যান্য ভ্রাম্যমান শিক্ষকদের মতো পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদের অনুসরণকারীদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি বা প্রাচুর্য লাভের চেষ্টা করার পরিবর্তে তারা তাদের প্রতি কোমলভাব বা দয়ালু মনোভাব প্রদর্শন করেছে। থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা উপলব্ধি করেছে যে, তারা তাদের কাছে বন্ধুর ন্যায় ছিল, যাদের সঙ্গে সহজেই কথা বলা সম্ভব ছিল। তারা থিষলনীকীয়দের প্রতি ব্যবহারে নমনীয়তা ও দয়ার প্রকাশ রেখেছে। তাদের প্রতি পৌল ও তার সঙ্গীদের এই কোমল ব্যবহারকে স্তন্যদাত্রী মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গণনা ১১:১২ পদে ঈশ্বরের প্রজা ইস্রায়েলীদের প্রতি মোশি নিজের ব্যবহারকেও এইভাবে তুলনা করেছিল: ***. . . সেই দেশ (কনান) পর্যন্ত আমাকে কি দুগ্ধপোষ্য শিশু বহনকারী পালকের মতো এদেরকে বুকে করে বয়ে নিয়ে যেতে বলছ?"*** এখানে পৌল ***নিজের সন্তানদের লালন পালন*** করার কথা বলার মাধ্যমে শিশুদের তত্ত্বাবধানকারী ধাত্রী বা সেবিকা বা পরিচারিকাদের কথা নয়, কিন্তু জন্মদাতা মায়ের কথা বলেছে। এর অর্থ, পৌল যখন থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা স্মরণ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছে, তখন তাদের প্রতি পৌলের **স্তন্যদাত্রী মায়ের অনুভূতি** ছিল। মায়েরা যেমন তাদের সন্তানদের সবথেকে বেশি উপলব্ধি করতে পারে, ঠিক তেমনই পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের সঠিকভাবে উপলব্ধির দ্বারা তাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল। নতুন বিশ্বাসীদের প্রতি পৌলের ব্যবহার কতোখানি কোমল ছিল, তার বর্ণনা আমরা ৮ পদে পাই।

৮ পদে বল হয়েছে, ***"সেইরূপে আমরা তোমাদের স্নেহ করাতে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়, নিজের নিজের প্রাণও তোমাদের দিতে সন্তুষ্ট ছিলাম, যেহেতু তোমরা আমাদের প্রিয়পাত্র হয়েছিলে।"*** থিষলনীকীর নতুন বিশ্বাসীদের প্রতি মায়ের ন্যায় এমন কোমল ব্যবহারের পেছনে যা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, তা হল মাতৃস্নেহ। মা যখন তার শিশু সন্তানকে বুকে করে বহন করে, তখন যে স্নেহ কাজ করে, তাকে অন্য কোনও পরিবেশ বা পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয়। এখন ঈশ্বর যেমন মায়েদের মনে তাদের সন্তানদের প্রতি এই স্নেহ দান করে থাকেন, ঠিক একইভাবে, নতুন বিশ্বাসীদের প্রতি পৌল ও তার সঙ্গীদের মনে ঈশ্বরই এমন স্নেহ দিয়েছেন।

বিশ্বাসীদের প্রতি পৌল ও তার সঙ্গীদের এই মাতৃস্নেহকে বর্ণনা করতে গিয়ে, পৌল আত্মত্যাগকে নির্দেশ করে বলেছে, ***নিজের নিজের প্রাণও তোমাদের দিতে সন্তুষ্ট ছিলাম***। এখানে ***প্রাণের*** অর্থ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যা একজন মানুষের সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীন সত্ত্বাকে প্রকাশ করে। এখন, পৌল যখন তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছে, তখন নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে সন্তুষ্ট ছিল, একথার অর্থ, পৌল তাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণে কোনও প্রকার কার্পণ্য করেনি। কেবল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের প্রতি নয়, করিন্থিয়দের প্রতি (***আমি অতিশয় আনন্দের সঙ্গে তোমাদের প্রাণের জন্য ব্যয় করব, এবং ব্যয়িতও হব,*** ২করি. ১২:১৫) এবং ফিলিপীয়দের প্রতিও (***তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞে ও সেবায় আমি যদি পেয় নৈবেদ্যরূপে সেচিত হই, তথাপি আনন্দ করছি,*** ফিলি. ২:১৭) পৌল একইভাবে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে সুসমাচার প্রচার করেছে। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, বিশ্বাসীদের আবদার রক্ষা করতে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে, এমন বিষয়ও পৌল তাদের দিয়েছে। না, মাতৃস্নেহ কখনও সন্তানের ক্ষতি করে, এমন বিষয়কে প্রশ্রয় দেয় না; পরিবর্তে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে।

তাদের প্রতি পৌলের এমন নিঃস্বার্থ ও আত্মত্যাগের স্নেহের কারণকে উল্লেখ করতে গিয়ে পৌল বলেছে, ***"কারণ তোমরা আমাদের <u>প্রিয়পাত্র</u> হয়েছিলে।"*** পৌল যখন থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচার করেছিল, তখন সে উপলব্ধি করেছিল যে থিষলনীকীয়রা ঈশ্বরের ভালোবাসার পাত্র; আর সেই উপলব্ধিই তাদেরকে পৌলের ভালোবাসার পাত্র করেছিল, কারণ পৌল নিজে সেই ঈশ্বরেরই দাস, যে ঈশ্বর থিষলনীকীয়দের ভালোবাসেন। গ্রিক নতুন নিয়মে প্রিয়পাত্রের জন্য ***আগাফের*** বিশেষণকে *(ἀγαπητοὶ)* ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ হল সেই খ্রীস্টীয় প্রেম, যা মূলতঃ আত্মত্যাগের খ্রীস্টিয় প্রেমকে নির্দেশ করে; যা কারুর কাছ থেকে কিছু অধিকারের চেষ্টা করার পরিবর্তে, নিজেকে উৎসর্গ করতে বিশ্বাসীকে ইচ্ছা যোগায়। তাই, পৌল নিজেকে তাদের কাছে উজাড় করে দিয়েছিল, তাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণে পৌল কোনও কার্পণ্য দেখায়নি।

কিন্তু পৌলের এই কথা কতোখানি বাস্তব? পৌল কি সত্যিই মাতৃস্নেহে তাদের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল? পৌলের এই কথা যে সত্য, তার প্রমাণ কী? প্রমাণের কথা বলতে গিয়ে, পৌল আবার থিষলনীকীয়দের মধ্যে তারা কীভাবে প্রচার কাজ সম্পন্ন করেছিল, তা তাদের স্মরণ করতে বলেছে : ***বস্তুত, হে ভাই-বোনেরা, আমাদের পরিশ্রম ও আয়াস <u>তোমাদের স্মরণে আছে</u>"*** (৮ক)। থিষলনীকীয়রা প্রত্যক্ষ দর্শী হিসাবে তাদের প্রচার কাজের সাক্ষী। থিষলনীকীয়দের মধ্যে পৌলের সুসমাচার প্রচার একাধারে *পরিশ্রম (toil)* ও *আয়াস (hardship, travail)* সহকারে ঘটেছে। ২করি. ১১:২৭ এবং ২থিষ. ৩:৮ পদেও পৌল তার সুসমাচার প্রচারকে বর্ণনা করতে গিয়েও এই দুই শব্দকে ব্যবহার করেছে। এখানে পরিশ্রম বলতে যে কাজ আমাদের ক্লান্ত করে, তাকে নির্দেশ করা হয়েছে; অন্যদিকে, আয়াস বলতে সেই কাজকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা অসুবিধা বা সমস্যার উপর জয়লাভ করে। এখন, পৌল ও তার সঙ্গীরা থিষলনীকীতে এমন ক্লান্তিকর শ্রম বা সমস্যার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মোকাবিলাকারী শ্রম সাধন করার দ্বারা এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা সেখানে কোনও **লোক দেখানো কাজ** করেনি, বা **উপরে উপরে কাজ** করেনি। তারা **কঠোর পরিশ্রম** করেছে। মায়েরা যখন তাদের শিশুসন্তানদের লালন পালন করে, তখন তারা ভালো করেই জানে যে, তাদের সেই কঠোর পরিশ্রমের প্রেক্ষিতে সেই শিশুরা তাদের কোনও পারিশ্রমিকই দিতে পারে না। তারা তাদের কাছ থেকে কিছু আশাও করে না। ঠিক একইভাবে, পৌল ও তার সঙ্গীরা তাদের পরিশ্রম ও আয়াসের পারিশ্রমিক হিসাবে থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের কাছ থেকে কোনও বিষয় আশা করেনি। ২থিষ. ৩:৭-৯ পদে, এ বিষয়ে পৌল আরও স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে : ***তোমাদের মধ্যে আমরা অনিয়মিতচারী ছিলাম না; আর বিনামূল্যে কারও কাছে অন্ন ভোজন করতাম না, বরং তোমাদের কারও ভারস্বরূপ যেন না হই, তার জন্য পরিশ্রম ও আয়াস সহকারে রাত দিন কাজ করতাম। আমাদের যে অধিকার নাই, তা নয়; কিন্তু তোমাদের কাছে নিজেদেরকে আদর্শরূপে দেখাতে চাইলাম, যেন তোমরা আমাদের অনুকারী হও।''***

এখন, পৌল ও তার সঙ্গীরা যদি তাদের প্রচারের সময়, যাদের কাছে তারা প্রচার করত, তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য গ্রহণ না করত, তাহলে তাদের বিভিন্ন ন্যুনতম শারীরিক প্রয়োজন কীভাবে পূর্ণ হত? ৯ পদের শেষাংশে পৌল লিখেছে, ***''তোমাদের কারুর ভারস্বরূপ যেন না হই, তার জন্য আমরা দিন রাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতাম।''*** ইহূদী রব্বিরা যখন তাদের ছাত্রদের শিক্ষা দিত, তখন তারা তাদেরকে অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করতে যে কোনও একটি ব্যবসায় পারদর্শী হতে উৎসাহ দিত। তাই, ধনী ছাত্র হলেও তাদের পাঠ্যসূচিতে ব্যবসা-শিক্ষা অন্তর্গত ছিল। প্রেরিত ১৮:৩ পদ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌল তাম্বু নির্মাণের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখন, পৌল থিষলনীকীতে যখন এসেছিল, তখন সে ও তার সঙ্গীরা দিন রাত কাজ করতে করতে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিল, কথার অর্থ, তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা তাদের নতুন কনভার্টদের উপর নির্ভরশীল ছিল না। পরিবর্তে, তারা তাদের ব্যবসার দ্বারা স্বাবলম্বী ছিল।

অবশ্য, ফিলিপীয় ৪:১৬ পদ থেকে আমরা জানি যে, পৌল যখন থিষলনীকীতে সুসমাচর প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন সে ফিলিপীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছ থেকে সাহায্য বা উপকার লাভ করেছিল ***(থিষলনীকীতেও তোমরা একবার, বরং দুইবার আমার প্রয়োজনীয় উপকার পাঠিয়েছিলে)***। আবার, ২করি. ১১:৮ ***(তোমাদের পরিচর্যা করবার জন্য আমি অন্যান্য মণ্ডলীকে লুট করে বেতন গ্রহণ করেছি)*** পদেও পৌল তার ইতিমধ্যে স্থাপিত মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছ থেকে বেতন গ্রহণ করার কথা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু পৌলের সুসমাচার প্রচার পন্থায় একটা বিষয় স্পষ্ট, আর সেটি হল, যাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে যাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়ে গেছে, যারা এখন মণ্ডলীর বিশ্বাসী, কেবল তাদের কাছ থেকেই সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, যেন নতুন নতুন স্থানে সুসমাচার প্রচার করা সম্ভব হয়। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌল কখনও ***অন্যান্য অসার বাক্যবাদীদের মতো কুৎসিত লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিল না*** (তীত ১:১১)। পৌল তার সুসমাচার প্রচারে যে নীতির কথা বারবার উল্লেখ করেছে, তা মেনেই পৌল এমন কাজ করেছে। সেই নীতিটি হল: ***''সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু সকলই যে হিতজনক, তা নয়''*** (১করি. ৬:১২; ৮:৯, ১৩; ৯:১২; ১০:২৩)।

এইভাবে, পৌল নিজেকে ও তার দুই সঙ্গী সীল ও তীমথিয়কে আধ্যাত্মিক মাতা হিসাবে উপস্থাপিত করেছে, যারা কোমলভাবে, মাতৃস্নেহে, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের দ্বারা, ও নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা পূরণ করণার্থে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে থিষলনীকীয়দের কাছে সুসমাচার উপস্থাপিত করেছিল। আজ আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক শিশু-সন্তানদের প্রতি কেমন ব্যবহার প্রদর্শন করে থাকি?

আমাদের মধ্যে যে সমস্ত মায়েরা আছেন, আমরা আমাদের সন্তানদের লালন-পালনে আধ্যাত্মিক মাতা হিসাবে পৌল ও তার সঙ্গীদের উদাহরণকে অনুসরণ করতে পারি। পাশাপাশি, আমরা নতুন নিয়ম উল্লেখিত একজন মায়ের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেও পারি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সেই মায়ের নাম উনীকী, যিনি একটি ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও বড় হয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবনে তাঁর ধর্মপ্রাণ মা লোয়ীর প্রভাব ছিল প্রচুর (২তীম. ১:৫)। ধরা যেতে পারে, ছোটবেলা থেকেই তিনি বাইবেলের (পুরাতন নিয়ম) বিভিন্ন কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ও তা বিশ্বাস করেছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও, তিনি এমন একজন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হন, যার কোনও ধর্মের প্রতিই কোনও চিন্তা ছিল না (প্রেরিত ১৬:১)। ধর্মপ্রাণ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁর নিজের বিশ্বাসের শিক্ষার বিরুদ্ধে, নিজের বিবেককে অস্বীকার করে তিনি সেই পুরুষকে বিবাহ করলেন।

তাদের বিয়ের কয়েক বৎসর পর তাদের একটি সন্তান হল, তারা তার নাম দিল তীমথিয়। ইতিমধ্যে উনীকীর বাবা মারা গেলেন, আর তাই তারা তার মা লোয়ীকে তাদের সঙ্গে বাস করতে অনুরোধ করল। ফলে, লোয়ী তাদের কাছে এসে তাদের সঙ্গে বসবাস শুরু করল। ছোট্ট তীমথিয়কে তার মা ও দিদিমা পুরাতন নিয়ম থেকে শিক্ষা দেওয়া ও তার সঙ্গে প্রার্থনা করা শুরু করল। এই সময় তাদের শহর লুস্ত্রায় পৌল এসে উপস্থিত হল এবং তার প্রচারের মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করল যে যীশু খ্রীস্টই হলেন পুরাতন নিয়মের প্রতিজ্ঞাত মশীহ। তারা সেই সত্যে বিশ্বাস করল এবং খ্রীস্টবিশ্বাসী হল। এইভাবে, খ্রীস্টবিশ্বাসী হবার পর তীমথিয়ের মা ও দিদিমা তীমথিয়কে সেই যীশুর বিষয় আরও শিক্ষা দিল। এইভাবে, উনীকী কেবল শারীরিক মাতা নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক মাতার দায়িত্বও পালন করেছিল।

আজ আমরা যেমন আমাদের শারীরিক সন্তানদের প্রতি মাতার দায়িত্ব পালন করব, ঠিক একইভাবে, আমাদের সুসমাচার প্রচারের দ্বারা যারা আমাদের প্রভুকে জেনেছে, স্বীকার ও বিশ্বাস করেছে, তাদের প্রতি আমাদের আধ্যাত্মিক মাতার দায়িত্ব পালন করতে হবে। পৌলের জীবন থেকে আমরা শিখেছি, আমাদের মধ্যে থাকতে হবে কোমল মনোভাব, মাতৃস্নেহ, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, ও কঠোর পরিশ্রম। প্রভু আমাদের হৃদয় জানেন, তিনি যে কেবল আমাদের দেখছেন, তা নয়, সঙ্গে থেকে তিনি আমাদের শক্তি, জ্ঞান ও প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন। তিনি আমাদেরকে দিয়ে কাজ করান না, তিনি আমাদের মধ্যে কাজ করেন।

অনেক প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত হল

সমগ্র বাইবেলকে এক নজরে

উপলব্ধি করার

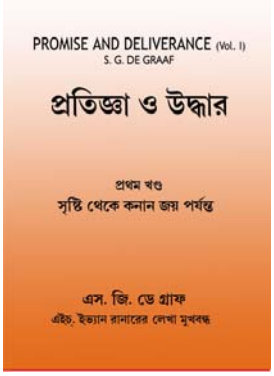

এস. জি. ডে গ্রাফের

৪ খণ্ডের প্রথম খণ্ড

প্রতিজ্ঞা ও উদ্ধার

(Bengali translation of
PROMISE AND DELIVERANCE (I)
by S. G. De Graff)

প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা

দশ বা তার বেশি কপির জন্য

মাত্র ৭৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান:—

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী

বি-৩৬ নন্দন কানন, সন্তোষপুর

কলকাতা ৭০০ ০৭৫

দুরভাষ- ২৪৯৬ ৯৪৭৫